দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪
NOV 09 2002

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

[illegible]হারত হবার কথা। সপ্তম শ্রেণীর ছেলেরা খুন করেছে তাদের শিক্ষককে। যে শিক্ষক তাদের বিদ্যাশিক্ষা দিয়েছেন, স্নেহ ও শাসন দিয়েছেন। শাসন, সেও তো তাদের মঙ্গলার্থেই। যাঁর শিক্ষক হিসাবে সুনাম ছিল শিক্ষার মধ্যেই ব্রতী ছিলেন যিনি। এ কী দুর্দৈব এই দেশের যে, কিশোররা তাদের শিক্ষকদের খুন করছে! তাও হঠাৎ রাগের বশে নয়, সুপরিকল্পিতভাবে ভাড়াটে খুনীর সাহায্য নিয়ে।

সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক স্বপন গোস্বামী এবং স্ত্রীর আহাজারি

এই ভয়ানক দুঃসময়ে জাতি আতঙ্কে শিহরিত। শিক্ষকরাও হতবাক। জানেন না, তাহলে তাঁদের শিক্ষার মানদণ্ডের বিচার হবে কেমন করে? যদি তুচ্ছ ঘটনায় তাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়।

গত ২৬ অক্টোবর শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুলের শিক্ষক স্বপন কুমার গোস্বামীর খুনের সংবাদটি কাগজে প্রকাশ পায়। জায়গাজমির বিরোধের জের হিসাবে এই খুন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। যদি সত্যি তাই হতো, তবে তো অন্তত মনকে প্রবোধ দেয়া যেত যে, নীচ লোভলালসার শিকার হয়েছেন একজন মেধাবী শিক্ষক। কিন্তু সব আশঙ্কাকে দূর করে যে বীভৎস সত্য বেরিয়ে এসেছে তা আরও রোমহর্ষক, আরও ভয়ঙ্কর। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে দেখল ঘটনা অন্যরকম। সামান্য সপ্তম শ্রেণীর দুই ছাত্র শান্তনু ও আপন হত্যা করেছে তাদের শিক্ষককে।

এ কেমন নতুন প্রজন্ম তৈরি হতে চলেছে? যারা নিজেদের ঘাটতি, কমতি স্বীকার করে না? অকৃতকার্যের ঘোষণা মেনে নিতে চায় না। নিজেকে সংশোধন করার বা শিক্ষা বা আচার ব্যবহারের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা না কিভাবে হত্যা করা যায়। গত দেড় মাস ধরে কত নিখুঁতভাবে তারা পরিকল্পনা করেছে। সচিব বাবার বৈধ লাইসেন্সের অস্ত্র ভাড়াটে খুনীকে দিয়ে হত্যা করিয়েছে, আর কাউকে না আপন শিক্ষককে এবং সেই হত্যার এনাম বাবদ দুই লাখ টাকা দিতেও রাজি হয়েছে। তার মানে ধরে নেয়া যাবে যে, এই দুই লাখ টাকা প্রাপ্তির সুযোগও তাদের ছিল। দেখা উচিত সেটা কিভাবে? যেখানে একজন সৎ সাধারণ মানুষের বাজেটের বাইরে দশ হাজার টাকা যোগাড় করতেও নাভিশ্বাস ওঠে। অথচ সপ্তম শ্রেণীর পড়ুয়াদের, যাদের পিতা সরকারী চাকরি করেন, তাদের দুই লাখ টাকা যোগাড়ের সামান্যতম সম্ভাবনা কোন্ দিক দিয়ে আসে। এগুলো সামান্য বিষয় নয়।

যাঁরা শিক্ষকতা পেশাতে আসেন, তাঁরা ত্যাগতিতিক্ষা সহ্য করার ব্রত নিয়েই আসেন। তাঁদেরকে বেতনও দেয়া হয় অত্যল্পই, শুধু সম্মান ও ছাত্রদের অকৃত্রিম ভালবাসাটাই তাঁরা চান। যে হবে, তার ফলাফল তো কোনভাবেই বদলে দেয়া যায় না। দেয়া উচিত নয়। এটা তো ছাত্রের ভালর জন্যই করা। কিন্তু সে যদি তার বদলে শিক্ষককে অপমানিত করে, লাঞ্ছিত করে, হত্যা করে– তার বিচার কিভাবে হবে?

আমাদের দেশে বিচার হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিচারের নামে প্রহসন বা উঁচুদরের নাটক হয়। যে হত্যাকারী প্রকাশ্যে হত্যা করে সদর্পে বেরিয়ে যায়, সমস্ত আলামতসহ যার খুনের বিচার হয়, অর্থাৎ বিচারের নামে প্রহসন হয়। আহত জাতি একদিন নিঃসহায়ের মতো দেখে খুনীকে ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন (১২ বা ১৪ বছরের) অথবা মাত্র কয়েক বছরের দণ্ড দেয়া হচ্ছে। যাতে সে বেরিয়ে এসে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। যাঁরা ন্যায়বিচার চান তাদের বিবেক দংশন করে কিন্তু করার কিছু থাকে না। এভাবেই আইনের দ্বারা; আইনের দ্বারাই, সবার অলক্ষ্যে, অগোচরে সন্ত্রাস প্রতিপালিত হয়ে আসছে।

আজ যদি একজন নিরীহ, মেধাবী, পরিশ্রমী ও ব্রতী শিক্ষকের হত্যার যোগ্য শাস্তি বিধান না হয় তবে ভবিষ্যতে এই পেশাতে আরও দুর্নীতি যে ঢুকবে না তা কে বলতে পারে?

এমনিতেই শিক্ষকদের সব দিক দিয়ে বঞ্চিত করা হয় তারপর যদি তাঁদের যথাযোগ্য সত্য রায় বা ফলাফল দেয়ার জন্য হত্যা করা হয়, তবে বাকি রইল কি? জনগণ এই হত্যার সুষ্ঠু ও একান্তভাবে সত্য বিচার চায়। নয়ত এই ক্রমাগত বিবেকশূন্য হওয়া জাতির কোন নিস্তার নেই।

ফাকিহা হক
বাড়ি-৯, রোড-১, নিকুঞ্জ, ঢাকা।